যুগান্তর
প্রিন্ট: ১৩ জুলাই ২০২৫, ১০:২৭ এএম

শিক্ষাঙ্গন

কুমিল্লা বোর্ড: পাশের হার ৬৩ দশমিক ৬০ শতাংশ

যুগান্তর প্রতিবেদন
প্রকাশ: ১০ জুলাই ২০২৫, ০৫:১৫ পিএম

ফাইল ছবি

চলতি এসএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডে ৬৩ দশমিক ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী পাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ দুপুর ২টায় এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রকাশ করা হয়।

জানা গেছে, চলতি বছর কুমিল্লা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ১ লাখ ৬৯ হাজার ৮২৩ জন। পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন ১ লাখ ৬৭ হাজার ৫৭২ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ছাত্রী ৯৭ হাজার ৭৩৪ জন। ছাত্র ৬৯ হাজার ৮৩৮ জন। পাশ করেছেন ১ লাখ ৬ হাজার ৫৮১ জন। এরমধ্যে ছাত্র ৪৩ হাজার ৭৮০ জন। ছাত্রী ৬২ হাজার ৮০১ জন। ফেল করেছেন ৬০ হাজার ৯৯১ জন। এরমধ্যে ছাত্র ২৬ হাজার ৫৮ জন ,ছাত্রী ৩৪ হাজার ৯৩৩ জন।

চলতি বছরের ১০ এপ্রিল থেকে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। চলতি বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১৯ লাখ ২৮ হাজার ১৮১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। গতবছর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২০ লাখ ২৪ হাজার ১৯২ জন।

এসএসসির ফল জানা যাবে যেভাবে

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে দুপুর ২টায়। ফল জানা যাবে অনলাইন ও এসএমএস- উভয় মাধ্যমেই। এসএসসি পরীক্ষার্থীরা www.educationboardresults.gov.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে নিজের ফল দেখতে পারবে। মোবাইল থেকে ফল জানতে মেসেজ অপশনে গিয়ে লিখতে হবে — SSC (বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর) (রোল নম্বর) 2025—এবং পাঠাতে হবে ১৬২২২ নম্বরে (যেমন- SSC Dha 123456 2025)।

দাখিল পরীক্ষার্থীদের জন্যও রয়েছে একই রকম পদ্ধতি। তারা চাইলে www.bmeb.gov.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে ‘অনলাইন সেবা-১’ কর্নার থেকে ‘দাখিল পরীক্ষা ২০২৫’ অপশন সিলেক্ট করে জেলা ও কেন্দ্রভিত্তিক ফল দেখতে পারবে। এছাড়া www.educationboardresults.gov.bd-এ গিয়েও রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে

ব্যক্তিগত ফল জানা যাবে। মোবাইল থেকে ফল পেতে লিখতে হবে — Dakhil MAD (রোল নম্বর) 2025—এবং তা পাঠাতে হবে ১৬২২২ নম্বরে (যেমন- Dakhil MAD 123456 2025)।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফল জানার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা https://eboardresults.com/v2/home ওয়েবসাইটে গিয়ে ‘ইআইআইএন’ নম্বর ব্যবহার করে ‘Institution Result’ অপশন থেকে সামগ্রিক ফল ডাউনলোড করতে পারবেন। ফল প্রকাশের পরপরই বোর্ড কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ওয়েবসাইট থেকে কেন্দ্র সচিব ও প্রতিষ্ঠান প্রধানরাও ফল সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেবেন।

প্রসঙ্গত, এসএসসি পরীক্ষার গ্রেডিং সিস্টেমে, প্রতিটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ওপর ভিত্তি করে লেটার গ্রেড এবং গ্রেড পয়েন্ট দেওয়া হয়। সাধারণত, ৮০ বা তার বেশি পেলে এ+ (৫ দশমিক ০০), এ পেলে ৪ দশমিক ০০, এ- পেলে ৩ দশমিক, পেলে ৩ দশমিক ০০, সি পেলে ২ দশমিক ০০, ডি পেলে ১ দশমিক ০০ এবং এর নিচে এফ (০ দশমিক০০) গ্রেড দেওয়া হয়।

এখানে গ্রেড এবং নম্বরগুলোর একটি বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হলো: ৮০-১০০ নম্বর: এ+ (জিপিএ: ৫ দশমিক ০০), ৭০-৭৯ নম্বর: এ (জিপিএ: ৪ দশমিক ০০), ৬০-৬৯ নম্বর: এ- (জিপিএ: ৩ দশমিক ৫০), ৫০-৫৯ নম্বর: বি (জিপিএ: ৩ দশমিক ০০), ৪০-৪৯ নম্বর: সি (জিপিএ: ২ দশমিক ০০), ৩৩-৩৯ নম্বর: ডি (জিপিএ: ১ দশমিক ০০), ৩২ বা তার কম: এফ (জিপিএ: ০ দশমিক ০০)।

এ গ্রেডগুলো মূলত সামগ্রিক গ্রেড পয়েন্ট (জিপিএ) গণনার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টকে মোট বিষয় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে জিপিএ হিসাব করা হয়।